হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার আইন– ১৯৩৭ খ্রিঃ।

(HINDU MAHILADER SAMPATTIR ADHIKAR AINE-1937 A.D.)

SUJOY HALDER

Research Scholar (Seacom Skills University Birbhum),

Department of History. West Bengal.

সংক্ষিপ্তসারঃ

বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা আর্থিক এবং আদর্শ পত্নী উভয়স্থিতিতে সুখী ছিল। হিন্দু আইনশাস্ত্র রচয়িতা মনুর মতে – পত্নী, কন্যা এবং দাসের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া ঠিক নয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেবল পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পুরুষের নিয়ন্ত্রাধীন সম্পত্তি সুরক্ষিত। কন্যা বা দাস এর সম্পদের মালিকানা লাভ একটি বিতর্কিত দিক। সম্পদের মালিকানা লাভ করতে পারে যদি পিতার একমাত্র কন্যা হন। হিন্দু মহিলারা সীমিত সম্পদের মালিকানা লাভ করত। এই আইনে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার সংকুচিত করা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে সমাজ সংস্কারক মূলক সংশোধিত আইন ১৯২৯খ্রিস্টাব্দে পারিত হয়। আর হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার আইন পাশ হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রাচীন হিন্দু আইন গুলি সংশোধনীর দ্বারা মহিলাদের জন্য অধিক আইনি প্রদানের উদ্দেশ্যে এই অধিনিয়ম পাশ হয়েছিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ।

ভারতে হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার অধিনিয়ম ১৪ তম স্থান পেয়েছে, এপ্রিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ। ইহার পূর্বে কোন পরিকল্পনা ছিল না।যদিও এই আইন ত্রুটিমুক্ত নয়। হিন্দু মহিলাদের ন্যায্য অধিকার সংশোধন পক্রিয়া মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রস্টাব্দে ১১ তম আইন যা ১৪ তম আইন, এপ্রিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ এর পূর্ববর্তী হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছিল। সংশোনের পরে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এর অধিনিয়ম অস্পষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থান ছিল। ভারতে কৃষি কর্ম বিকাশে হিন্দু বিধবাদের কোন প্রকার সহায়তা করেনি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ আইন সংশোধনের মাধ্যমে হিন্দু বিধবাদের এক নতুন অধিকার প্রদান করেছিল। বিধবারা আইনি বৈধতা লাভ করে যেমন অকৃত উইলকারীর বিধবা, তাঁর পুত্রের বিধবা এবং পুর্ববর্তী পুত্রের পূর্বসূরী পুত্রের বিধবা।

ভারতীয় সমাজে প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক এবং সম্পত্তির সম্মানের দিক দিয়ে পুরুষ সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনশীল এবং স্থায়ী সমাজে

কাঠামো পুরুষকেন্দ্রিক তার বহিঃপ্রকাশ। সাম্প্রতিক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার, মালিকানা লাভ করা, সম্পত্তি ব্যাবহার করা এবং সম্পত্তি মামলা নিষ্পত্তি করার অধিকার দেওয়া হয়েছে এই আইনে। যদিও এই পরিকল্পনা বিশেষভাবে হিন্দু মহিলাদের জন্য, এই সম্পত্তি আইনি অধিকার প্রদান করা হয়েছে। হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে এই আইন প্রণয়ন হয়েছে। হিন্দু বিধবা মহিলাদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের নিয়ম হল, যেমন বিধবা স্ত্রী, পুত্রের বিধবা এবং তার পুত্রের বিধবা, পুত্র, নাতি এবং মহাননাতি ও উত্তরাধিকারী হিসাবে। সকল ক্ষেত্রেই বিধবারা সম্পত্তির হওয়ার যোগ্য এই অধিনিয়ম অনুযায়ী। হিন্দু আইন গ্রন্থ মিতাক্ষরা অনুযায়ী – পতি মারা গেলে বিধবা পত্নী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য। মিতাক্ষরা অনুযায়ী যুগ্ম পরিবার হলে সম্পত্তি সকলের মধ্যে বন্টিত হবে। প্রাচীন বৈদিক যুগে প্রথাগত দিক দিয়ে সম্পত্তি অধিকার ক্ষেত্রে নারী পুরুষদের সমতুল্য।আবার অর্থনৈতিক ভাবে পুরুষের সম্পদ বন্টন ক্ষেত্রে সম অধিকার ছিল। প্রচলিত বৈদিক রীতিতে মনু মেনে নেন নি, তার মতে কোনো সম্পত্তি স্ত্রী, দাস ও নাবালক পুত্রকে দেওয়া উচিত নয়। তবে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার নারীদের কেবলমাত্র ছিলনা। কোন মালিকানাধীন স্বার্থে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিত তা নারী হোক না পুরুষ, উল্লেখ্য মেয়েদের খুব কমই তাদের বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অনুমতি দেওয়া হত। যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে সম্পদ বন্টন জন্মগত ধারণার সহিত যুক্ত ছিল। বিধবা নারী তাঁর নিজের গৃহে জীবন-যাপন করতে হত। প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দু সমাজ বৈবাহিক অবস্থান হতে নারীকে সম্পত্তির মালিকানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। হিন্দু আইন প্রণেতা জীমূতবাহন একটি বিবৃতিতে বলেন- একজন নারীও সম্পদের মালিকানা হওয়ার যোগ্য, সম্পদের মালিকানা যোগ্য, সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তা বিবাহের পরেও। যদিও এই আইন তৎকালীন সমাজ পুরোপুরি স্বীকার করেনি। অবশ্যই নারীরা তাদের সম্পত্তির উপর থেকে বিরত না হলেও তাদের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এর কথা বলা হয়েছিল। তৎকালীন সমাজ মহিলা জনগোষ্ঠীর উপর নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করত, সম্পত্তি ভোগদখল প্রসঙ্গে। যদিও মহিলাদের জন্য পৃথক স্ত্রীধন, ভোগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তারাই ভোগ করত। অবশ্যই তাদের স্বামীরা ও পারস্পরিক সহমতের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট অংশ অধিকার লাভ করত।

যাইহোক, লিঙ্গবৈষম্যের উজ্জ্বল লক্ষ্য অর্জনের কোনও উপায় ছিল না। এই অধিনিয়ম অনুযায়ী – একজন বিধবা তাঁর স্বামীর সম্পত্তির উপর সীমিত স্বার্থের অধিকারী হন যা হিন্দু বিধবার সম্পত্তি বলে মনে করা হত। একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিধবা পুরুষের অস্তিত্বের ব্যাপারে স্বামীর দাবিতে সফল হন। উত্তরাধিকারীগণ তার সহযাত্রী ওদের

জীবিকার অধিকার হল তাই পরাজিত হয়। কিন্তু ঐ বিধবার সম্পত্তির দাবি সীমিত এবং এটি এমন একটি সীমিত স্বার্থ যা সমাজে হিন্দু নারীর সম্পত্তির নাম বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার নীতি হিন্দু আইন গ্রন্থ মিতাক্ষরা এর সাথে সাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একজন হিন্দু বিধবা জমি অধিগ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকারী। এই সম্পদ ভোগের একজন ন্যায্য অধিকার তিনি, এজন্য কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না। যে কোন মহিলা তাঁর পাঁচ ডিগ্রি বংশধরদের হতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে। এই শ্রেণিভুক্ত হলেন- কন্যা, শিশু কন্যা ও বোন (ভগিনী) রয়েছে। যদিও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সীমিত সম্পত্তি লাভের ধারণাটি বিলুপ্ত হয়। হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার বিষয়ে অনেক সংস্কার ঘটেছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল- নারীর পূর্ণ অধিকার প্রদানের জন্য যে ধারাগুলি ছিল, সেগুলি ভিত্তি করে নতুন নতুন আইন সুবিধা গুলি কে দ্বিগুন করে দেয়। যদিও পরবর্তীকালে সম্পদ বন্টনের যে সমস্ত বিভাগগুলি দেখা দেয়। যদিও পরবর্তীকালে সম্পদ বন্টনের যে সমস্ত বিভাগগুলি দেখা দেয় তার সমাধান সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নির্ধারিত হয়। মহামান্য আদালতের সুপারিশ ক্রমে আইনের ১৪ নং ধারায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে নারীর সমস্ত অক্ষমতাকে দূর করার চেষ্টা হয়েছে। এছাড়াও মহিলাদের সম্পত্তির আইনি অধিকার পুরোপুরি রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্বের সকল নিয়মকে বাতিল করে নতুন ধারায় মহিলাদের সম্পত্তির অধিকারী করে এই আইন। এই আইনে বলা হয়েছে- উত্তরাধিকার আইনের সমস্ত নিয়মাবলী বাতিল করা হলো যা হিন্দুদের উপর প্রযোজ্য।কোন অধিনিয়ম বা হিন্দু আইন বা কোন প্রথা বা আইন দ্বারা আইন এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শাস্ত্রীয়তার ভিত্তি ছিল। অতএব, কোন প্রচলিত রীতি বা প্রথা, ব্যবহার করে বা পাঠের ভিত্তিতে সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করা যায় এবং এই আইন ব্যক্তিগত অধিনিয়ম সংস্কার করে এবং নারীকে অধিকতর সম্পত্তি অধিকার প্রদান করে। তবুও, এই আইনটি পুরুষ উত্তরাধিকারীর পক্ষে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্বমূলক। এই আইন লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট হয়েছে। যেমন কোন পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই তাদের পিতৃ পুরুষের বাসভবনে বসবাসের বিষয়টি , সেখানে মহিলা উত্তরাধীকারীরা বসবাসের বিভাজনের শিকার হন।যতক্ষণ না পুরুষ উত্তরাধীকারীরা তাদের নিজ নিজ ওয়ারিশনের পরামর্শ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মহিলাদের উত্তরাধিকারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। এই আইন অনুযায়ী কন্যা দ্বারা গৃহীত বাসস্থান অধিকার ও তার বৈবাহিক অবস্থা দ্বারা সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ বিবাহের পরে যে কোন হিন্দু নারীর প্রকৃত ঘর হল স্বামীর ঘর। পিতৃগৃহের অধিকার সীমিত ছিল এই অধিনিয়মে। একজন নারী বিধবা হন বা অবিবাহিত হন বা তাঁর স্বামীর অধিকার দাবি করতে পারেন না, যদি সে স্বামীর সাথে হয় তবে এই আইনের ১৪ নং ধারায় হিন্দু নারীর

সীমিত স্বার্থ রূপান্তরিত করার অধিকার রয়েছে। এমনি যদি সে তাঁর স্ত্রীর সম্পতির উত্তরাধিকার হন তবে তিনি ওই সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারেন কিংবা তাঁর স্বর্গীর পতির উদ্দশ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্টান পালন করতে পারেন। এই আইনের ১৪ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় গুলি হল- সম্পত্তির সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী, সম্পত্তি বিভাজন এবং রক্ষণা বেক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব, যেকোনো নিকট ব্যাক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত উপহার, কোন নিকট হতে প্রাপ্ত উপহার, কোন নিকট আত্মীয় কিম্বা নায়িকাদের বিবাহের পুর্বে বা পরে বা নিজের দক্ষতায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্রয়ের দ্বারা অর্জিত স্থায়ী সম্পত্তি এবং স্থাবর সম্পত্তির উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

আইন দ্বারা প্রাণীত বা অন্য যেকোন পদ্ধতি এবং উক্ত সম্পত্তির অধিকার তদনুসারে তৎক্ষণাৎ হিসাবে এই আইন প্রণয়নের আগে, মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই কারণে এই আইনের প্রাণশক্তির ধারনা অনেকটাই হারিয়ে যায়। নারীকে সম্পত্তির অধিকার ও গুরুত্বের সহানুভূতি প্রদান করে এই আইন।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ হিন্দু মহিলাদের উত্তরাধিকার আইন নিম্নে আলোচনা করা হল, যথা-

(ক)অকৃত উইলকারীর বিধবা পত্নী, তার পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পূর্ববর্তী পুত্রের পূর্বসূরী পুত্রের বিধবা সম্পত্তির মালিকানা লাভে সকলের সমান অধিকার।

(খ)পূর্ববর্তী পুত্রের বিধবা পত্নী এবং কন্যা সমসম্পত্তি লাভের অধিকারী। আবার যদি কোন মামলায় একের অধিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবি করেন তাহলে পূর্ববর্তী পুত্রের সকল বিধবাগণ কেবল একটি অংশ সকলকে ভাগ করে নিতে হবে।

(গ)উপযুক্ত সকল বিধবাগনের বিবাদ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনে মামলা করার অধিকার প্রদান করে এই আইন। এমনকি আইনে মাধ্যমে তিনি জানতে যে তিনি কতটুকু সম্পদের অধিকারী।

(ঘ)এই আইনটির শিরোনাম হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকার অধিনিয়ম, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ।

(ঙ)ইহা সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(চ) হিন্দু আইনের বিপরীতে বা প্রচলিত রীতিনীতির কোন বিধি সত্ত্বেও ৩ নং ধারায় বিধানবলী উপর ইহা প্রযোজ্য হবে। যেখানে হিন্দু বিধবা মহিলার মৃত্যুবরণ কিংবা উইলকারী ছাড়া মারা গেলে।

সম্পত্তির বিচ্যুতি- এই আইনের ৩ নং ধারা (১) অনুযায়ী হিন্দু আইনের দিভাগ স্কুল দ্বারা শাসিত, কোন হিন্দু তাঁর সম্পত্তি ছেড়ে চলে যায় না। পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ তা দখল করে মাত্র। হিন্দু আইন বা প্রথাগত রীতি অনুযায়ী উইল বিহীন অবস্থায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে, এই ধারা বা অন্য কোন বিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত আইন অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি সমানভাবে বন্টিত হবে পরবর্তী ওয়ারিশগনের মধ্যে। এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির তাঁর বিধবা পত্নী কিংবা যদি একাধিক বিধবা পত্নী থাকে, তাঁর সমস্ত বিধবা পত্নী একসঙ্গে গচ্ছিত সম্পদ সম্পর্কে এন্টাইটেল করা হবে এই আইনের উপধারা (৩)এর বিধান সাপেক্ষে।

তবে পূর্ববর্তী পুত্রের বিধবার পুত্রের ন্যায় একইভাবে মারা গেলে, যদি ওই পুত্রের পূর্বপুরুষের কোন পুত্র জীবিত না থাকে এবং পুত্র বা পুত্রের ছেলে যদি বেঁচে থাকে, সে ক্ষেত্রে সে পুত্রের পুত্রর মতই ওয়ারিশ হবে। এই পূর্বসূরী পুত্রের একটি শর্ত থাকবে যে, এই আইনানুযায়ী পূর্বসূরী পুত্রের বিধবাকে উল্লেখ করতে হইবে তিনি পরিবর্তিত হিসাবে এই আইন তাকে প্রয়োগ অধিকারী হয়েছেন।

হিন্দু মহিলাদের উত্তরাধিকার আইন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ এর ৪ নং ধারা অনুযায়ী কোন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অধিনিয়ম কার্যকরী হবে না। অর্থাৎ আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের বিধান এ অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে, কোন ব্যক্তি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেকে দাবি করতে পারবে না। আবার এই আইনের ৫ নং ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত সম্পত্তি উইল না করে মারা যান, এই জাতীয় কিছু প্রমাণ না রেখে মারা গেলে সঞ্চিত সম্পদ এই অধিনিয়ম অনুযায়ী ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টিত হবে।

ইংরাজি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ ১৪ এপ্রিল "The Hindu Womens Rights to Property Act" অধিনিয়ম কার্যকরী হয়। কিন্তু এই অধিনিয়ম এ কিছু ত্রুটি থাকার জন্য পুনরায় ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে Act No. XI(সংশোধিত) দ্বারা এই অধিনিয়ম সংযোজন হয়। প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় আইন শাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্য রচিত মিতাক্ষরা গ্রন্থে সম্পত্তি বিভাজন এর বিধান দিয়েছেন। তাঁর মতে – মাতা নিজে বিভাজন দাবি কখনো করতে পারেনা। মিতাক্ষরা গ্রন্থের ন্যায় দায়ভাগ গ্রন্থে ও মাতা কখনো সম্পত্তি বিভাজন দাবি করতে পারে না। কিন্তু পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাজন ঘটলে, সে ক্ষেত্রে মাতা তাঁর স্বামী বা শ্বশুরের থেকে প্রাপ্ত স্ত্রীধন এর মোট মূল্য বাদ দিয়ে একটি পুত্রের সমান অংশের অংশীদার হওয়ার যোগ্য। প্রাচীন এই বিধান আধুনিক হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকার অধিনিয়ম এর ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে।

যৌথ পরিবারে সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা তে (ক)অ(খ)দুটি পুত্রের বিরুদ্ধে মাতার সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা মামলায় দেখা যায় যে, রেজিস্ট্রিতে কমন দলিল মারফত ক্রয় করা সম্পত্তি সহ যৌথ পরিবারের সম্পত্তি (ক)ও(খ) এর মধ্যে বিভাজিত হয়েছে। ফলে এখানে বাদী(মাতা) ভাগবাঁটোয়ারায় পুনঃ উন্মুক্ত করার অধিকারিণী এবং উক্ত সম্পত্তি পুনরায় বন্টন যোগ্য।আর মাতা স্বামীর নিকট হতে যদি স্ত্রীধন পেয়ে থাকেন তাহলে মাতার অংশ হতে স্ত্রীধন এর দ্বারা স্থির মূল্য বাদ যাবে।

সম্পত্তির অংশ বিভাজন, -সম্পত্তি কমন হলে নিম্নোক্ত বিধান অনুসারে বন্টিত হবে। যথা-

(ক)মৃত ব্যক্তির সকল পুত্র সন্তান সম্পত্তি বিভাজনে সমান অংশ নেবেন;

(খ) কোন ভাই মৃত হলে সম্পত্তি বিভাজনে প্রাপ্ত তার উত্তরাধিকার যদি উইল করে মারা যান তাহলে উক্ত সম্পত্তি ইচ্ছা অনুসারে গৃহীতা পাবেন অথবা হস্তান্ত্র গৃহীতা নেবেন;

(গ)কোন বংশের শাখা বা সদস্য অন্য বংশের শাখা বা সদস্য সহিত পিতৃ হিসাবে নেবেন, কিন্তু স্ত্রীর বংশের সদস্যগণ পরস্পর ব্যক্তি প্রতি হিসাবে নেবেন।

সম্পত্তি বিভাজন করতে চাইলে যৌথ পরিবারের ন্যায্য ভাগবাঁটোয়ারায় জন্য সমস্ত সম্পত্তি কে একত্রিত করতে হবে। যৌথ পরিবারের 'জ্যেষ্ঠভাগম' এই রীতি নেই বা অপ্রচলিত ও অপ্রবর্তনীয়। হিন্দু আইনের মূলনীতি হল বিভাজনে সাম্যতা বজায় রাখা এবং এর ব্যতিক্রম প্রায় অন্তর্হিত।প্রাচীন হিন্দু বিধানের একটি বিশেষ ব্যতিক্রমী দিক হলো পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পক্ষে,হিন্দু পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র পূর্বে বিভাজনের সময় একটি বিশেষ অংশের অধিকারী হতেন।

এই অধিনিয়ম এর প্রভাবিত পরিবর্তন,- ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ মহিলাদের সম্পত্তি বিষয়ক আইনটি সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী কার্যকরী হলেও ব্যাতিক্রমী মাদ্রাজ। মাদ্রাজ রাজ্য এই অধিনিয়মটি কার্যকর হয়নি। সেখানে সমগ্র দেশীয় রাজ্য হিন্দু আইনের শাসন কার্যকরী ছিল মাদ্রাজ ছিল তার বিপরীতগামী। আইনানুযায়ী হিন্দু মহিলারা পিতা বা পতির সম্পত্তি তার পুত্রদের বা কন্যাদের বা পুত্রবধূদের সহিত নিজেদের মধ্যে বিভাজন করে নেওয়ার সময় একটি নির্দিষ্ট অংশ বিধবা উত্তরাধিকার সূত্রে পেতেন। আইন অনুযায়ী বিধবা তাঁর পতি মৃত্যুর কারণে পুত্র বা কন্যা বা পালনীয় ধর্মানুষ্ঠান সহ এক পুত্রের মতো একটি নির্দিষ্ট অংশ লাভ করত, তবে যে কোন কারণে বিধবা বিভাজনে নাও অংশগ্রহন করতে পারেন।এই আইনের দ্বারা সবচেয়ে প্রভাবিত হয়েছিল মাদ্রাজ রাজ্যটি।এই রাজ্যে

মহিলারা পুরুষের উপর অধিক নির্ভরশীল, তাদের প্রাচীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী পতির মৃত্যুর পর পুত্রের উপরে অধিক নির্ভরশীল হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে- জীবিতকালীন পিতা তার পুত্রকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করে যায়। প্রসঙ্গত সেখানে কোন বিভাজনের প্রশ্ন ওঠেনা। হিন্দু মহিলারা পুত্রের সাথে সফল হন। এই অধিনিয়ম এর বিশ্বভারপি (পারা-৪৫৭) দৃষ্টিতে বিধবাদের বিধবা পুত্রবধূ এবং তার পিতা মাতা পুত্র কন্যাদের সহিত ভাগাভাগি করার অধিকার প্রদান করে, কিংবা তাদের ত্রুটিযুক্ত সম্পত্তি ভাগ করার অধিকার দেয়। হিন্দু আইন গ্রন্থ মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ বিধান অনুযায়ি- একজন বিধবা নারী পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্য সমতুল্য স্বার্থ উত্তরাধিকার লাভ করার অধিকার প্রদান করেছে। এমনকি তিনি সম্পত্তি বিষয়ক মামলা করা অধিকার আইনি স্বীকৃতি লাভ করেন।দায়ভাগ গ্রন্থে উল্লেখ্য- হিন্দুদের পরিবর্তন সম্ভব মৃত্যুর পর, কেবল পুত্রগন সাফল্য লাভ করে না, বিধবা পত্নী ও পূর্বসূরী বিধবাগণ ও পূর্বসূরী ছেলেমেয়েরা সাফল্য লাভ করে।

এই অধিনিয়ম এর অধীনে একজন বিধবা মহিলা সম্পত্তি অধিকার পুত্রের সমতুল্য হিসাবে বা তার বিধবা কন্যা বা পূর্বসূরী পুত্র বা কন্যা বা অন্য কোনো বংশগত পুরুষ উত্তরাধিকারীর সঙ্গে বিভাজন মালিকানা লাভের স্বীকৃতি লাভ করেন। যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক বিধবা পত্নী থাকে, তাহলে একসঙ্গে সমস্ত বিধবা একটি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী হবেন। কিংবা মৃত ব্যক্তির একটি পত্নী জীবিত থাকেন তাহলে ওই বিধবা সকল সম্পত্তির মালিকানা লাভ করবেন। বিধবার যদি কোন পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান কিংবা দত্তক সন্তান না থাকে তাহলে সকল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হবেন। যোগ্য ওয়ারিশ হিসাবে বিধবা সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। কিন্তু কোন হিন্দু বিধবা তাঁর পতির মৃত্যুর পরে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে এই আইন অনুযায়ি তিনি সকল সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবেন। কিংবা বিধবা যদি পুনর্বিবাহ করেন সে ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন সম্পত্তির অধিকার হতে পারেন না।

সম্পত্তি বিভাজনের মামলায় কোনো স্বত্ব বা বেনামী, এই প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে এবং অবশ্যই তা হওয়া উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের সম্পত্তি কোন পদ বা আইটেম ভাগবাঁটোয়ারার বাইরে থাকতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে এরূপ অবশিষ্ট অংশের সম্পত্তিতে ওয়ারিশন বা সমাংশীদের অধিকার নষ্ট হয় না। সেই অবশিষ্ট সম্পত্তি পুনর্বন্টনের দ্বারা ওয়ারিশগণের বা সমাংশীদের উত্তরাধিকার বলবৎ করা যায়। হিন্দু আইনশাস্ত্র মিতাক্ষরা গ্রন্থ অনুযায়ী- প্রত্যেক যৌথ পরিবারের পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারার সময় বিধবা যথা স্থিত একটি পুত্রের স্থান অংশের কিম্বা উক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পেতে পারেন। ওয়ারিশ সমাংশী সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার স্বার্থ, এমনকি

বিধবার মৃত্যুতে সমাংশীদের প্রতি যায় না। সাধারনত হিন্দু উত্তরাধিকার তার স্বামীর দিক থেকে খোঁজা হয়। আবার বিভাজন মৌখিক হতে পারে। যে দলিল দ্বারা সম্পত্তি বঞ্চিত হয় তাহা রেজিস্ট্রিকৃত বা নিবন্ধনযোগ্য। কিন্তু পূর্বে যাহা বিভাজন হয়ে গেছে তাহা বন্টনের তালিকায় রেজিস্ট্রিকৃত বা নিবন্ধনযোগ্য নয়।

সম্পত্তি বিভাজন কিভাবে হবে- মিতাক্ষরা অধিনিয়মে শাসিত যেকোন যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন এবং এককভাবে যৌথ পরিবার থেকে নিজেকে কিভাবে পৃথক করে নেবে এবং নিজের অধিকৃত অংশ পৃথক ভাবে ভোগ করার অভিপ্রায় ঘোষণা করে নিজ পরিবারের সম্মান বিভাজন করতে পারেন। সমস্ত ওয়ারিশনের মধ্যে কোন চুক্তি হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমন ক্ষেত্রে অন্য ওয়ারিশরা পৃথক হতে মত দিচ্ছে কিনা এই প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক।

স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থে পরবর্তী হিন্দু উত্তরাধিকার অধিনিয়ম বিধিবব্ধ হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অধিনিয়মিত হওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা প্রাচীন হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রের উত্তরাধিকার রীতি দ্বারা পরিচালিত হতাম। তবে কোর্ট যে বিধানের যেমন ব্যাখ্যা দিতেন তা গ্রহণীয় ছিল। কিছু কিছু বিষয় হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধি সামাজিক প্রয়োজনে এবং সমাজের দাবিতে ন্যায়ালয় এর আইন দ্বারা পরিবর্তন ও সংশোধিত হয়েছিল। ভারতীয় হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার আইন পরিবর্তিত হওয়ার আগে হিন্দু উত্তরাধিকার অধিনিয়ম সম্পর্কে কেবল তিনটি আইন পরিবর্তিত হয়েছিল। যথাঃ- ক. দি হিন্দু ইনহেরিটেন্স (রিমুভাল ওফ্ ডিসেবিলিটিস) অ্যাক্ট, ১৯২৮; খ. দি হিন্দু ল ওফ্ ইনহেরিটেন্স (অ্যামেন্ডমেন্ট)অ্যাক্ট, ১৯২৯ এবং গ. দি হিন্দু উয়োমেনস্ রাইট টু প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৯৩৭।

নারীর ব্যাভিচার এবং পুনর্বিবাহ- হিন্দু বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ মামলায়- বিধবা নারী শ্বশুর বাড়িতে ব্যাভিচার, অনৈতিক ব্যবহার এবং পুনর্বিবাহ করে থাকলে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু তার পিতা-মাতার থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। হিন্দু বিধবা মহিলা পুনর্বিবাহ করলে তার পূর্বে শ্বশুর বাড়ির সম্পদে অংশীদারিত্ব জোরদার করতে পারেনা। যদিও পিতা মাতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্র খোলা থাকে। পতির মৃত্যুর পর যদি তিনি ব্যভিচারী হয়ে ওঠেন কিংবা পুনর্বিবাহ করেন তাহলে সম্পত্তি পুনরুত্থানের অধিকার তার নেই। কারণ ওই হিন্দু বিধবা যাকে বিবাহ করেছেন তারই কেবল দেখভালের দায়িত্ব, এই কারনেই সে দাবী করতে পারে না। হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন অনুযায়ী একজন বিধবা কেবল একজন পতির নিকট হতে সম্পত্তি অধিকারী হবেন। হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস যে –উত্তরাধিকার সেই দাবী করতে পারে যে ওই পরিবারে জন্মগ্রহণ(প্রজনন দ্বারা উৎপত্তি) করেছেন। হিন্দু বিধবা নারী পুনর্বিবাহ করলে

তাঁর পূর্বের পতি হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হিন্দু বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করলে সেই পরিবারের অনুশাসন ও সম্মান বিসর্জন হয়, হিন্দু রীতি নীতি অনুসারে পুনর্বিবাহ করা উচিত নয়।

হিন্দু পরিবারের সদস্য মিতাক্ষরা বিধান অনুযায়ী পতি মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী সমস্ত সম্পত্তি দেখভালের অধিকারী হন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা, সম্পত্তির উপর স্বীয় অধিকার দাবিদার প্রভৃতি। ঐ সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করা এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার ছিল। তবে সম্পত্তি বিভাজনের দায়িত্ব বিধবার উপরে একথা ঠিক নয়। তিনি সম্পত্তির বিভাজন দাবি করতে পারেন, কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্য রাজী না হলে সম্পত্তি ভাগ করতে পারেন না। সম্পত্তির অন্যান্য ওয়ারিশগণের যারা পরিবারের সদস্য কিন্তু বাইরে থাকেন তাদের সকলকে নিয়ে এই সমস্ত প্রসারিত সম্পত্তি ভাগ করতে পারেন। সম্পত্তিটি কোন প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত পরিবারের সকল সদস্যদের পারস্পারিক সম্মতি ছাড়া সম্পত্তি বিভাজন করা যায় না। তবে যেকোন হিন্দু বিধবা তার প্রতি জীবিত অবস্থায় ভাগ করে দেওয়া অংশটির অধিকারী হন।

পতির ঋণে একজন হিন্দু বিধবার দায়িত্ব- একটি প্রশ্ন- বিধবা দায়িত্ব কতখানি তার স্বামীর ঋণের প্রতি? যদি পতি মারা যান তাহলে উত্তরাধিকারী কে হবেন ঐ সম্পত্তির তা নিশ্চয়তা ও কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তিনি এই সমস্যা গুলি সম্মুখিন হয়েছেন। তবে বিধবার প্রাপ্ত সম্পত্তি তার সমাংশীরাও অধিকারী। মৃত্যুর পূর্বে পতি যদি কোন ঋণ করে যায়, তবে ঋণটি সাধারণ মানের হয় তাহলে ওই বিধবা তাহা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন, তাছাড়া অন্যথায় তিনি ঋণটি পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পায়। মূল বিষয়টি হলো এই আইনটি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার, এই অধিনিয়ম টি আগেও ছিল, একটি অংশীদার হিসাবে নির্দিষ্ট সম্পত্তির অধিকারে রূপান্তরিত হওয়া উচিত।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তি অধিকার আইন এর প্রভাব, - এই অধিনিয়ম হিন্দু বিধবাদের নতুন সম্পত্তির আইনি অধিকার প্রদান করে। হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে বিধবা স্বামীর পরবর্তীতে যোগ্য স্থান দখল করে। একজন বিধবা হিন্দু নারী সারা জীবন মৃত স্বামীর পরিবারের বসবাসের অধিকারী। এই অধিনিয়ম সচেতন ও সম্মান বৃদ্ধি করে এবং বিধবা সেই পরিবারের নিরাপত্তা সুরক্ষা দিতে পারে, তবে পতির মৃত্যুর পর। সম্পত্তি দেখভাল ও প্রয়োজনে তা ব্যাবহার করতে পারেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে। একটি অংশের অধিকার এই অধিনিয়ম দ্বারা স্বীকৃতি পায়।

এই অধিনিয়মটির দুর্বলতা, -১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ এর সম্পত্তির অধিকার আইন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল যে, পূর্বের পুত্রের বিধবাকে অযৌক্তিকভাবে অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। অর্থাৎ যৌথ পরিবারে বিধবা ও তার পূর্বের পুত্রের বিধবা একত্রে একটি নির্দিষ্ট অংশ সম্পত্তির অধিকারী হতেন, যা মোটেও কাম্য নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা হলো এই আইনের,- মেয়েদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিন্দু আইন প্রণেতাগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন- মেয়েদের যত্ন করা ও তাদের বিবাহের খরচ পরিশোধ করতে হবে পিতার সম্পত্তি থেকে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ সম্পত্তির উত্তরাধিকার অধিনিয়ম এ একটি বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না, - যে যদি কোন ব্যক্তি একটি পুত্র এবং পূর্ব ধারার পুত্রের বিধবা ও তার পুত্রকে ছেড়ে চলে যায়, তাহলে কি পরিণাম হবে? অবশ্যই কুমারী কন্যা রক্ষণাবেক্ষণ বা তার বিয়ের খরচ পূর্ব মৃতা বিধবা থেকে তার দাবি বেশি জোরপূর্বক করতে পারে না । আসলে কুমারী মেয়েদের পক্ষে তেমন কোনো জোরদার যুক্তি প্রদান করা হয়নি এই অধিনিয়মে।

সম্পত্তির ক্ষমতা হস্তান্তর,-'দায়ভাগ' গ্রন্থের প্রচলিত বিধি বিধানের দ্বারা প্রবর্তিত পরিবর্তন যা হিন্দু অন্যতম আইনশাস্ত্র 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের অধীনে গৃহীত বিধি-নিষেধের পরিবর্তনের সাথে তুলনা করা যায় না। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহা তার পিতামহ উত্তরাধিকারসূত্রে কিম্বা স্ব-অর্জিত সম্পত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শাস্ত্র অনুযায়ী পিতার মৃত্যুর পর ছেলেটি পূর্বপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু পিতার সহিত পুত্র সহ-মালিক বা তাহার সহিত তাহার উত্তরাধিকারী হত না। মিতাক্ষরা শাস্ত্র অনুযায়ী পিতার অবর্তমানে তাহার সন্তান সকল সম্পত্তির মালিক হবেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকার পরিবর্তন প্রসঙ্গে কেবল তাঁর পুত্র ও সফল হন না, একই সাথে তার বিধবা পত্নী ও পূর্বসূরিদের ওয়ারিশগন পূর্বসূরী বিধবা এবং সন্তানরা সফল হতে পারে। ধারাবাহিকভাবে আইন-শৃঙ্খলায় পরিবর্তন এসেছে, এই শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা। এই আইনে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে। তবুও এই অধিনিয়ম একজন মহিলা সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছিল, পুরুষের তুলনায় যাহা এই আইনের অন্যতম দুর্বলতা। অবশ্য এই আইন এখনো অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ এবং প্রতারণা বলে মনে করা হয়। হিন্দু নারীদের মৌলিক অধিকার বিরুদ্ধে একটি বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য হল এই অধিনিয়ম, যদিও এই ব্যতিক্রম তাদের পরবর্তীতে উত্থানের পথকে প্রশস্ত করেছিল। কিন্তু কার্যত এই অধিনিয়ম পরবর্তীতে একই দৃষ্টিকোণ দিয়েই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ এর রূপান্তর, - হিন্দু উত্তরাধিকার পরিবর্তিত হয়েছিল এই আইন দ্বারা, এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল- হিন্দু মহিলাদের

শাস্ত্রীয় বিধান ত্যাগ করে আধুনিক ব্রিটিশ প্রবর্তিত অধিনিয়মকে স্বীকার করে নেওয়া। যদিও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র হতে এই অধিনিয়ম গুলি অনুসৃত হয়েছিল। এই আইন কার্যকর হওয়ার আগেই অ-উইলকারীর মৃত্যুতে হিন্দুদের সম্পত্তির উপর এটি প্রযোজ্য হয়নি। কিন্তু এই অধিনিয়ম হিন্দু মহিলাদের নানান প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং নারীদের আরো ভালো অধিকার প্রদানের উদ্দশ্যে পাস হয়েছিল। ইহা চারিত্রিক উন্নতি সাধন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই আইন উত্তরাধিকার বিষয়ে তিনজন বিধবা, যাঁর বিধবা পত্নী তার পুত্রের বিধবা এবং তার পুত্রের বিধবা , তার পুত্র, নাতি, মহানাতি সহ উত্তরাধিকারী হিসাবে নতুন অধিকার প্রদান করেছিল যা হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তি হিসাবে পরিচিত। এই আইনে বিধবার অধিকারও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরও একটি বিশেষ দিক হল- তিনি পুরুষ মালিক ন্যায় সম্পত্তি বিভাজন দাবির অধিকারী, এভাবেই একজন বিধবা মহিলা উত্তরাধিকারের আগ্রহ দেখাতে পারেন, এক্ষেত্রে তার উত্তরজীবিকার দ্বারা না হলেও সংবিধান দ্বারা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে পারেন।

হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় অধিনিয়ম xviii নং এর(১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ) অধীন এবং হিন্দু নারী সম্পত্তি(সংশোধনী)আইন, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ(কেন্দ্রীয় আইন নং XI), এই আইনের প্রয়োগিক ক্ষেত্র হলো কৃষি জমির উপর, এছাড়া কৃষিজমি ও অন্যান্য স্পর্শকাতর ক্ষেত্রেও এই আইনের বৈধতা- অর্থাৎ 'সম্পত্তি', 'বিকেন্দ্রীকরণ' বা 'ক্ষমতা হস্তান্তর', 'উত্তরাধিকার' এবং 'সার্বভৌমত্ব', ভারত সরকার আইন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শাখার, তালিকা- II, এন্ট্রি নম্বর ২১, তালিকা-III, এন্ট্রি নম্বর ৭; নবম শাখার, প্যারা. ৬৮(২)- সংবিধানের ব্যাখ্যা।

হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার আইন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ এবং হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তি অধিকার আইন সংশোধনী ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে পাশ হয়েছিল। (ক)সরকারি প্রদেশ কৃষিক্ষেত্রে ভূ সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে না, এবং (খ) উত্তর জীবিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে কৃষিজমির উপর।

পাদটিকা

১) ড: অনিল কুমার বন্দোপাধ্যায়; আইনে নারীর অধিকার: তৃতীয় সংস্করণ, সাহারা প্রিন্টার্স, কলকাতা, ১ বৈশাখ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬

২) তদেব, পৃ. ১৭

৩) তদেব, পৃ. ১৮

৪) তদেব পৃ. ১৯

৫) Akter, s. and Muhummad, a.(2007), " A Comparative study on Hindu Law between Bangladesh and India", Asian Affairs, 29, 61-94.

৬) www.lawcommissionofindia.nic.in/Kerela.htm, seen on 05/04/2014.

৭) Jois, R.M. (1984); legal and constitutional History of India: 1st Edition, Mumbai: N.M. Tripathi private Ltd.

৮) গৌড় বন্দোপাধ্যায় ও স্বপন কুমার বারিক; হিন্দু আইন: তৃতীয় সংস্করণ, অজন্তা পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ-২২,২৩,৫১,৫৩,৫৪,৫৫

৯) রবীন্দ্রনাথ সামন্ত; মহিলাদের আইন ও আইনী অধিকার: সর্বশেষ সংস্করণ, পুনশ্চ প্রিন্টার্স, কলকাতা জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৬৫।

১০) The word 'Intestate' omitted. By the Hindu Women's Rights to property (Amdt) Act, 1938; (11 of 1938), S.3.Ins, Ibid.

11) Subs. By the Hindu Women's Right to property (Amdt) Act, 1938; (11 of 1938; S.3, for the paragraph proceeding the first provision in Sub-section(1).